দ্বিতীয় প্রবাস - ১১

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

আমি সাধারণতঃ কখনোই দিনের বেলা ঘুমুই না; আসলে ঘুমুতে পারিনা। কিন্তু যেহেতু আগের রাতে খুব ভালো ঘুম হয় নি, খাওয়া দাওয়ার পর মনে হলো শরীর একটু বিশ্রাম চাইছে। আজকাল শরীর প্রায়ই জানান দিচ্ছে যে বয়স হচ্ছে; তারুন্য আর যৌবনের দিন তো সে কবেই শেষ হয়েছে। আর বয়েস যেহেতু ষাট পেরিয়ে গেছে, প্রৌঢ়ত্বও প্রায় শেষ হতে চললো। এখন এই বার্ধক্যের শুরুতে শরীর কি আর আগের মত প্রাণচাঞ্চল্যে টগবগ করতে পারে? সত্য কিংবা ত্রেতা যুগে তো এ বয়সে মানুষ বাণপ্রস্থে যেতো। এমনকি দ্বাপর যুগের মানুষও বার্ধক্যকে খুশী মনে না হলেও মেনে নিত। কিন্তু এই কলি যুগের মানুষ 'আমরা বৃদ্ধ হচ্ছি' এটাই স্বীকার করতে রাজী নই ! মাহমুদ হাসান পরিবার বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেল এ টি এন এর গ্রাহক। ভাবলাম ঘুমোব না; সোফায় বসে এ টি এন চ্যানেলের বাংলা অনুষ্ঠান দেখবো আর রিলাক্স করবো। নিউ জার্সিতে সময় এখন বিকেল চারটে, ঢাকায় হবে রাত দুটো। আশা ছিল নাটক বা কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে পাবো। কিন্তু স্যাটেলাইটের গোলযোগের কারণে সেটা আর সম্ভব হলো না। বসে বসে সি এন এন আর ফক্স টেলিভিশনের খবর নামের ক্যারিকেচার দেখতে লেগে গেলাম।

আগেই বলেছি, আমি সি এন এন এর নাম দিয়েছি 'কম্পলিটলি ননসেন্সিকাল নিউজ'; আর 'ফক্স চ্যানেল' হলো 'হোক্স চ্যানেল' ! এদের অপসংবাদ যখন প্রচারিত হয়, তখন টেলিভিশন হয়ে যায় টেলি-ভীষণ। কেন যেন এসব চ্যানেল দেখতে গিয়ে আমি কমিক দেখার আনন্দ পাই। জর্জ বুশ, কন্ডোলিজ্জা রাইস, ডিক চেনি, ডোনালড রামসফেলডের প্রত্যেককেই কেন যেন আমার কাছে 'পপাই দি সেইলর ম্যান' কার্টুনের মন্দ চরিত্র ব্লুটুর কথা মনে হয়। মুক্ত চিন্তার তথাকথিত অগ্রপথিক আমেরিকানদের বর্তমান নেতৃত্ব এখন তথ্যসন্ত্রাসে নাজী জার্মানীর গোয়েবলসকেও হার মানিয়েছে। এই দুটি চ্যানেলের সব তথাকথিত সংবাদই এখন লেবাননকে ঘিরে; এবং তাদের সব সংবাদ ভাষ্যের মোদ্দা কথা হলো ইসরাইলের প্রধান মন্ত্রী এহুদ ওলমার্টের নেতৃত্বে তাদের নব্য নাৎসী সৈন্যরা লেবাননে যে নির্বিচার গণহত্যা চালাচ্ছে সেটা ঠিক আছে; এবং তাদের এই গণহত্যার দায় হিজবুল্লাহকেই নিতে হবে ! এতে অবাক হবার কিছু নেই; দু'যুগ আগে, ১৯৮২ সালে লেবাননের শাতিলা এবং সাবরা ক্যাম্পে ওলমার্টের পূর্বসূরী এরিয়েল শারন প্রায় তিন হাজার প্যালেস্টিনিয়ান এবং লেবানীজকে ঠান্ডা মাথায় খুন করেও আমেরিকান সরকারের সমর্থনে পার পেয়ে গেছে। এটা আমেরিকার অনেক রকমের কুৎসিত চেহারারই একটার নমুনা। কি আশ্চর্য এই বুশ সরকারের বিবেচনা। যে সরকার স্বৈরাচারী সাদ্দাম হোসেনের 'অত্যাচারের জাতাকলে পিষ্ট ইরাকের জনগনকে গণতন্ত্রের আস্বাদ দেবার জন্য' সে দেশটিকে মোটামুটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাড় করে দিয়েছে, সেই বুশ সরকারই আবার প্যালেস্টাইনের গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত হামাস সরকারকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির অন্তরায় বলে ঘোষনা করছে। ইসরায়েল কিংবা আমেরিকার অন্যান্য মিত্ররা আণবিক শক্তির অধিকারী হলে বিশ্ব নিরাপদ, কিন্তু ইরান কিংবা উত্তর কোরিয়ার হাতে তা নিরাপদ নয়। কবির ভাষাকে একটু বদলে বলা যায়, 'সেই সত্য যা কহিবে

বুশ; গুণীজন যাহা বলে তার কোন মূল্য নেই; বুশের মগজ সকল সত্যের উৎস জেনো'। সি এন এন এবং ফক্স চ্যানেল বুশীয় তত্ব এবং তার সরকারের বিভিন্ন স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরতন্ত্রী এবং দানবিক ভুমিকার প্রয়োজনীয়তা আপনাকে বিষদভাবে এবং টিকা-টিপ্পনী সহ বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বে নিয়োজিত। তবে কমিক দেখা খুব রিলাক্সিং , প্রায় ঘন্টা দেড়েক এই সব অর্থহীন সংবাদভাষ্যের বদৌলতে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। তৎক্ষণে আসরের নামাজের সময় হয়ে গেছে আর এদিকে মঞ্জু ভাবী চা বানানোর পায়তারা শুরু করেছেন। নামাজ শেষ করে আমরা চায়ের টেবিলে গিয়ে বসলাম। মাহমুদ হাসান জানালেন পরের দিন, অর্থাৎ রোববার তিনি আমাকে আমার জন্য ঠিক করা বাসায় নিয়ে যাবেন। যেহেতু বাসাটি ফার্নিশড নয়, আমাদের স্বল্পকালীন বসবাসকে মোটামুটি আরামদায়ক করে তোলার কি কি কিনতে হবে সেটার ও একটা তালিকা সে সময় তৈরি করতে হবে।

এখন নিউ জার্সিতে দিন বেশ দীর্ঘ, সুর্য ডুবতে প্রায় আটটা বেজে যায়। চা চক্র শেষ করার পরও সন্ধ্যা হতে আরো ঘন্টাখানেক দেরী। গত দু'দিন ই-মেল চেক করা হয়নি, তাই ই-মেল নিয়ে বসে গেলাম। প্রয়োজনীয় চিঠি পত্রের জবাব দেবার পর মনে হোল আমার স্বল্পকালীন কর্মস্থল নিউ জার্সি সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে জানা দরকার। ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে; আমিও অনেকটা ঢেঁকির মতন (দেখতে অবশ্য তার চেয়ে সামান্য একটু ভালো)। ডক্টরেট করার প্রয়োজনে সেই যে কোন দূর অতীতে গবেষনা করতে শিখেছিলাম, সে গবেষনা আর শেষ হলো না; যখন যেখানেই যাইনা কেন, সব কিছুতেই গবেষনায় লেগে যাই। কাজেই দেরী না করে আন্তর্জালের মাধ্যমে ফ্রি জ্ঞানকোষ (এনসাইক্লোপেডিয়া) উইলকিপেডিয়ায় ঢুকে গবেষনার কাজে লেগে গেলাম।

নিউ জার্সি স্টেটটির অবস্থান আমেরিকার উত্তর-পূর্ব এবং মধ্য আটলান্টিক অঞ্চলে। ইংলিশ চ্যানেলের জার্সি দ্বীপের নামাংকিত এই স্টেটটিকে উত্তরে নিউইয়র্ক, পুর্বে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিন পশ্চিমে ডেলাওয়ায়ের স্টেট এবং পশ্চিমে পেনসিলভানিয়া স্টেট ঘিরে রেখেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নিউ জার্সি স্টেটের বেশকিছুটা অংশ আমেরেকিার দুইটি প্রধান শহর মহানগরী নিউইয়র্ক এবং ফিলাডেলফিয়ার অন্তর্গত; কিছুটা অংশ আবার ডেলাওয়ায়ের উপত্যকায় পরেছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইটালীয় পরিব্রাজক জন ক্যাবট ১৪৯৭ সালে নিউ জার্সিতে আসেন এবং তিনিই এখানে আগমনকারী প্রথম ইউরোপীয়। কিন্তু দলিল দস্তাবেজে নিউ জার্সির আবিস্কারক হিসেবে যাকে কৃতিত্ব দেওয়া হয় তার নাম স্যার হেনরী হাডসন। তিনিও ক্যাবটের মত একজন পরিব্রাজক ছিলেন। ১৬০৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০ জন সঙ্গী নিয়ে তার জাহাজ নিউ জার্সির মে অন্তরীপে নোঙ্গর করে। হাডসন তার দলবল নিয়ে এখানে এক সপ্তাহ কাল সময় কাটান এবং ফিরে গিয়ে তার অভিযানের কথা প্রথাগতভাবে নথীভুক্ত করেন।

নৃবিজ্ঞানীদের মতে খৃষ্টপূর্ব ১০, ৫০০ থেকেই নিউ জার্সি অঞ্চলে জনবসতি ছিল। বরফ যুগোত্তর এই আদিবাসীরা ছিল মূলতঃ ভ্রাম্যমান শিকারী গোত্রের। শ্বেতাংগ অভিবাসীদের মধ্যে সুইডিশ এবং ডাচরা নিউ জার্সি এলাকায় প্রথম বসত গড়ে তোলে। সে সময় এই এলাকায় আমেরিকার আদিবাসী লেন্নি-লিনেপ গোত্রের বসবাস ছিল। 'আলগনোকুইয়ান' ভাষাভাষী সুসংবদ্ধ এই গোত্রটির একটি নিজস্ব সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ছিল। কিন্তু শ্বেতাংগ অভিবাসীদের চোখে তারা ছিল আজব, অসভ্য এবং বর্বর। নিউ জার্সির অধিকাংশ এলাকাই ছিল ডাচদের মালিকানাধীন; আজকের নিউইয়র্ক (সে সময়কার নিউ আমস্টারডাম) এবং নিউ জার্সি তৎকালীন'ডাচ কলোনী অব নিউ নেদারল্যান্ড' এর অন্তর্গত ছিল। সঙ্গত কারণেই

লেন্নি-লিনেপ গোত্রের আদিবাসীরা কখনো অভিবাসী ডাচদের এই ভূমি আগ্রাসন মেনে নেয়নি। ইতিহাস বলে, সে সময়টাই ছিল আজকের তথাকথিত সভ্যতার ধ্বজাধারী ইউরোপীয় দেশগুলোর বিশ্বজোড়া ভুমি আগ্রাসনের কাল। 'জোর যার মুলুক তার' এটাই ছিল নীতি। আর এই নীতির বলেই ১৬৬৪ সালে বৃটিশ নাবিক কর্নেল রিচার্ড নিকলসের নেতৃত্বে ইংরেজরা পুরো ডাচ কলোনী দখল করে নেয় এবং এখানে বৃটিশ কলোনী স্থাপন করে। ডাচদের প্রচন্ড প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়। পরবর্তিকালে, আঠারো শতকের শেষদিকে যে তেরোটি কলোনী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, নিউ জার্সি তাদের অন্যতম। কলোনীয়াল শাসকদের বিরুদ্ধে আমেরিকার সশস্ত্র বিপ্লবের (রিভলিউশনারী ওয়ার) সময় নিউ জার্স্রি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। এখানে বৃটিশ এবং আমেরিকান সৈন্যদের বেশ ক'টি চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই কারণে নিউ জার্সিকে 'আমেরিকান বিপ্লবের সঙ্গমস্থল' বলা হয়ে থাকে। ১৭৭৬ সালের দোসরা জুলাই, আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষনার মাত্র দু'দিন আগে, নিউ জার্সির সংবিধান পাশ হয়। এর আটাশ বছর পর ইংরেজী ১৮০৪ সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারী নিউ জার্সি থেকে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ ঘোষনা করা হয়।

উনিশ শতকে নিউ জার্সি শিল্প বিপ্লবের আওতায় আসে এবং ১৯২৯ এর 'গ্রেট ডিপ্রেসনের' আগে পর্যন্ত অর্থনেতিক ভাবে খুব দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করে। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নিউ জার্সি যুদ্ধ জাহাজ, ক্রুজার এবং ডেস্ট্রয়ার তৈরীর একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। আজকের শিক্ষা-নগরী বোস্টন, বিশ্বনগরী নিউইয়র্ক, মহানগরী ফিলাডেলফিয়া, শিল্পনগরী বালটিমোর এবং আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির প্রায় মাঝখানে অবস্থিত হওয়ার কারণে ১৯৫০ সাল থেকে নিউ জার্সি আবার উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। বর্তমানে এটি আমেরিকার সবচেয়ে ধনী স্টেট বলে পরিচিত।

আজকের নিউ জার্সি - নর্থ , সেন্ট্রাল এবং সাউথ জার্সি - এই তিনটি ভৌগলিক অঞ্চলে বিভক্ত। নর্থ জার্সিকে মোটামুটিভাবে বৃহত্তর নিউইয়র্ক মহানগরীর অংশ হয়ে গেছে; এখানে বসবাসকারী প্রচুর লোক প্রতিদিনই ব্যবসায় এবং চাকুরীর সুবাদে নিউইয়র্ক মহানগরীতে যাতায়াত করে থাকে। অন্য দিকে সাউথ জার্সিকে বৃহত্তর ফিলাডেলফিয়ার অংশ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। এ দুইয়ের মধ্যবর্তি অঞ্চল সেন্ট্রাল জার্সিকে এই দুই মহানগরীরই পশ্চাদ্ভুমি বলা যেতে পারে। কারো কারো মতে অবশ্য সেন্ট্রাল জার্সি বলে এখন আর কোন আলাদা ভৌগলিক অঞ্চলের অস্তিত্ব নেই, এই এলাকাটি এখন নর্থ এবং সাউথ জার্সির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। নিউ জার্সির আবহাওয়া মোটামুটি নাতিশীতোষ-, যদিও 'নর-ইস্টারের' প্রভাবে শীতের মৌসুমে কখনো সখনো দুই ফুট বরফ জমে যাওয়ার নজীরও এখানে রয়েছে। যদিও আয়তনে তেমন বিশাল নয়, একই সময়ে নিউ জার্সি স্টেটের উত্তর ও দক্ষিন প্রান্তের আবহাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের হতে পারে।

২০০৫ সালের আদম সুমারি অনুযায়ী নিউ জার্সির মোট জনসংখ্যা ছিল ৮,৭১৭,৯২৫ জন। এদের মধ্যে প্রায় এক পঞ্চমাংশ বিদেশী বংশোদ্ভুত। জনসংখ্যার দিক থেকে এটি আমেরিকার দশম জনবহুল স্টেট, কিন্তু জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে এর স্থান আমেরিকায় প্রথম। এখানে প্রতি বর্গমাইলে ১,১৩৪.৪ জন লোক বাস করে এবং এরা বিভিন্ন জাতিসত্ত্বা এবং ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে। ইউরোপীয় ছাড়াও এ স্টেটের বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছে হিস্পানিক, আফ্রিকান আমেরিকান, আরব, ভারতীয় এবং অন্যান্য এশীয় বংশোদ্ভুত মানুষ। শতকরা হিসেবে এই স্টেটেই আমেরিকার সবচেয়ে বেশি ইহুদী বসবাস করে। এবং

আশ্চর্যজনক ভাবে এই একই স্টেটের মুসলিম জনবসতি শতকরা হিসেবে আমেরিকার মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। উল্লেখ্য যে আমেরিকার সবগুলি স্টেটের মধ্যে মিশিগানের মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা হিসেবে সবচেয়ে বেশি। তবে মধ্যপ্রাচ্যের মতো ইহুদী এবং মুসলিমদের নিত্য দিনের সংঘাত এখানে অনুপস্থিত।

আমার গবেষণা শেষ হতে হতেই মাগরেব নামাজের সময় হয়ে এলো। কম্পিউটার বন্ধ করে নামাজের জন্য প্রস্তুত হতে গেলাম। হাসান পরিবারের কর্তা, গিন্নী, ছেলে, মেয়ে, বৌ - সবাই খুব ধার্মিক, কিন্তু কেউই গোড়া কিংবা ধর্মান্ধ নয়। পরিবারের সবাই যেমন নিয়মিত নামাজ পড়ে এবং রোজা করে, ঠিক তেমনি আবার নিউ জার্সির স্থানীয় বাংগালী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতেও তারা নিয়মিতভাবে অংশগ্রহন করে থাকে। এরা নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ঠিকানা'র নিয়মিত গ্রাহক, এরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশী টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখে, তাদের মেয়ে, রাটগারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সাবরিনা হাসান খুব ভাল নৃত্যশিল্পী হিসেবে পরিচিত। তাদের বাড়ীর বেজমেন্টে জামাতে নামাজ পড়ার সুব্যবস্থা রয়েছে; আমরা সবাই বেজমেন্টের দিকে পা বাড়ালাম।

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)